শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দারোগার দপ্তর

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
অরুণ মুখোপাধ্যায়

সহযোগিতা
সোমনাথ দাশগুপ্ত

পুনশ্চ

ভূমিকা

নিখিল সরকার অর্থাৎ লেখক শ্রীপান্থ একদিন আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। গেলাম। বললেন, 'শোনো, তুমি তো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার নিয়ে কাজ করেছ, তুমি জানো 'দারোগার দপ্তর' ক'টি সংখ্যা বেরিয়েছিল?' আমি বললাম, 'শুনেছি ২০৬টি সংখ্যা।' ধমক দিলেন। বললেন, 'শোনা কথা নয়। তুমি ক'টা দেখেছ?' আমি মাথা নিচু করে বলি, 'একটাও দেখিনি।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। স্নেহের সুরে বললেন, 'তুমি যত লাইব্রেরি ঘুরেছ, সেই লাইব্রেরির বই-এর ক্যাটালগ দেখে দেখে 'দারোগার দপ্তর'-এর তালিকা তৈরি করো। সাজিয়ে ফেলো। 'দারোগার দপ্তর' আমরা ছাপব। কাজটা তুমি করবে। 'দারোগার দপ্তর' কপি করার ব্যবস্থা করো। এরপর যেদিন আসবে যেন কাজে অগ্রগতি দেখি।'

হয়ে গেল নির্দেশ। এই বই যে ছাপবে তার সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেছে। 'পুনশ্চ'-র সন্দীপ নায়ক। ততদিনে সন্দীপ আমার বন্ধু হয়ে গেছে। সন্দীপ জানাল, 'তোমার কিছু অসুবিধা হলে আমাকে জানাবে।' ব্যস্। একদিকে নিখিলদার নির্দেশ, অন্যদিকে সন্দীপের আন্তরিক সহযোগিতায় কাজ এগিয়ে চলল। মূলত চৈতন্য লাইব্রেরি ও হিরণ লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ দেখার সুযোগ পেলাম। এ তো অমূল্য রত্ন। 'দারোগার দপ্তর'। লেখকের নাম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

দুটি লাইব্রেরি মিলিয়ে একশোটি 'দারোগার দপ্তর' দেখলাম, পড়লাম। কিছু কপি করলাম। তারপর একদিন সন্ধ্যায় নিখিলদার বাড়িতে গিয়ে সব জানালাম। বললাম, 'একশোটি দারোগার দপ্তর পাওয়া যাবে এই দুটি প্রাচীন পাঠাগারের সৌজন্যে।' নিখিলদার খুব আনন্দ হল। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ। বললেন, 'একশোটাই ছাপব। তুমি পাণ্ডুলিপি তৈরি করো।'

কাজ শুরু হয়ে গেল। লাইব্রেরিতে যাই। যখনকার কথা বলছি, তখন লাইব্রেরি দুটি খুলত সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ। আমি সব কাজ মিটিয়ে সন্ধ্যে ৬.৩০ নাগাদ লাইব্রেরির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়তাম। কাঁটায় কাঁটায় ৭টায় হিরণ লাইব্রেরির গোপালদা ও চৈতন্য লাইব্রেরির বিশ্বনাথদা দরজা খুলতেন। আমি গিয়ে কাজ করতাম। নোট নিতাম। দারোগার দপ্তর কপি করতাম। একদিন যেতাম হিরণে, পরের দিন চৈতন্যয়। রবিবারের সকালটা লাইব্রেরি খোলা থাকায় ওই দিনটাও কাজে লাগাতাম।

এই দুটি গ্রন্থাগারের অকৃপণ সাহায্যে ধীরে ধীরে 'দারোগার দপ্তর'-এর একশোটি সংখ্যার কপি ধীরে ধীরে এল। নিখিলদাকে দিলাম। নিখিলদা আমার সামনে সন্দীপকে ডেকে তার হাতে একশোটি 'দারোগার দপ্তর' তুলে দিলেন। বললেন, 'দুখণ্ডে যাবে। পঞ্চাশটি করে দুটি খণ্ডে মোট একশোটি। সামনের বইমেলায় যেন বই বেরোয়।'

যে সময় আমি লাইব্রেরিতে বসে কাজ করছি, তখন ২০০০ সাল। বছর দুয়েক লাগল কাজটি করতে। তারপর ২০০৪-এর বইমেলায় পুনশ্চ প্রকাশিত দু'খণ্ড 'দারোগার দপ্তর' বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সেমিনার মঞ্চে উদ্বোধন হল। সেই মঞ্চে তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বরেণ্য ঐতিহাসিক ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। খবরের কাগজে, সাময়িক পত্রিকায় 'দারোগার দপ্তর' প্রকাশ অনুষ্ঠানের প্রচুর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন দেখে অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কিত আত্মীয়া অনুরাধা মুখোপাধ্যায়। তপনবাবু ও অনুরাধা দেবী আসায় অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পেল। আমরা অতিথিদের ও চৈতন্য, হিরণ লাইব্রেরির কর্মকর্তাকে বই উপহার দিয়েছিলাম। সন্দীপ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির সুচারু নেতৃত্ব দিয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানেই তপন রায়চৌধুরী জানিয়েছিলেন, তিনি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক সূত্রে আত্মীয় হন।

'দারোগার দপ্তর' প্রকাশ পেল। খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করল। বিক্রিও হল দারুণ। দারোগার দপ্তর প্রকাশের পরদিন পুনশ্চর প্রকাশক সন্দীপ নায়ক তার গাড়িতে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে উপস্থিত হল সল্টলেকে নিখিলদার বাড়িতে। সন্দীপ আর আমি নিখিলদার হাতে তুলে দিলাম তাঁর পরিকল্পিত স্বপ্নের বই 'দারোগার দপ্তর'। নিখিলদা খুব আনন্দ পেলেন।

কিন্তু এই আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হল না। নিখিলদা অসুস্থ হলেন। দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা চলল। ১৭ আগস্ট

২০০৪ সালে আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় নিখিল সরকার পরপারে চলে গেলেন। নিখিলদার ইচ্ছা ছিল, দারোগার দপ্তর-এর সব কটি সংখ্যাই ধীরে ধীরে প্রকাশ পাক।

তারপর চলে গেছে ষোলোটি বসন্ত। আমাদেরও বয়স বেড়েছে। লাইব্রেরির কর্মকর্তাদেরও নিশ্চয় বদল ঘটেছে। হিরণ লাইব্রেরির গোপালদাও ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন।

এসে হাজির হয়েছে করোনা ভাইরাস। তার মারণ লীলা শুরু হয়েছে। ২০২০ সাল কোভিড-১৯ এর ঝোড়ো আক্রমণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, অফিস, আদালত সব বন্ধ হয়ে গেল। কঠোর লকডাউন, কার্ফু, কন্টেন্টমেন্ট জোন ইত্যাদি শব্দের আড়ালে আমরা গৃহবন্দি।

এমনই একদিন গৃহবন্দি অবস্থায় রয়েছি, একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন এল। ফোনের ওপার জানান দিল, তাঁর নাম সোমনাথ দাশগুপ্ত। তিনি 'দারোগার দপ্তর'-এর আরও বেশ কিছু সংখ্যা সংগ্রহ করেছেন। তিনি এই সংখ্যাগুলি ছাপাতে চান। আমাকেও সেই কর্মযজ্ঞে সামনে থাকতে বলেন। আমি রাজি হই।

সোমনাথ দাশগুপ্ত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। পেশাও ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত। অথচ দারোগার দপ্তরকে ভালোবেসে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ওপর পরম আগ্রহে তিনি 'দারোগার দপ্তর'-এর আরও কিছু সংখ্যা জোগাড় করেছেন এবং সম্পূর্ণ 'দারোগার দপ্তর'-এর তালিকা তৈরি করেছেন। খবরটা পাওয়া মাত্রই সন্দীপ নায়ককে জানালাম। ই-মেল মারফত দারোগার দপ্তরের বাকি সংখ্যা, যেগুলি আগের দুটি খণ্ডে প্রকাশ পায়নি, সোমনাথ পাঠিয়ে দিল সন্দীপের কাছে। তারপর করোনা মহামারির ভয়নক অবস্থা। প্রেসে লোক কম। তার মধ্যেই ধীরে ধীরে দারোগার দপ্তর কম্পোজ হয়। এবার পাঠকের মুখোমুখি আসার প্রস্তুতি।

তৃতীয় খণ্ড 'দারোগার দপ্তর' শুরু হচ্ছে 'বেওয়ারিশ লাস' দিয়ে। এই আখ্যানটি সম্পর্কে লেখা আছে 'অর্থাৎ পথ-পার্শ্বস্থ পুলিন্দার ভিতরে প্রাপ্ত লাসের অদ্ভুত রহস্য!' শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'দারোগার দপ্তর'-এর ৭৩তম সংখ্যা হল 'বেওয়ারিশ লাস'। কিছু ক্ষেত্রে প্রিয়নাথ মূল কাহিনীকে চুম্বকের মতো কয়েকটি শব্দে ধরে দিতেন। যেমন এই সংখ্যাটিতে হয়েছে। সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার হইতে শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত ১৩০৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের সংখ্যাটিই 'বেওয়ারিশ লাস'। মুদ্রণের স্থান গ্রেট টাউন প্রেস, ৬৮ নিমতলা স্ট্রিট, কলকাতা। মুদ্রকের নাম শশিভূষণ চন্দ্র।

এই সংখ্যায় 'প্রকাশকের মন্তব্য' রয়েছে। কিছুটা উদ্ধার করি। আজ 'দারোগার দপ্তর' সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিল। এদেশে সাময়িকপত্র নিয়মিত রূপে এত অধিক দিন একাদিক্রমে প্রচলিত থাকা বড় অনেকের ঘটে না; সুতরাং ইহা গৌরবের কথা, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রাহকগণের উপরেই সাময়িক পত্রের জীবন ও উন্নতি নির্ভর করে। আমাদের সেইরূপ অনুগ্রাহক গ্রাহক, যথেষ্ট আছেন বলিয়া, আজ আমরা গৌরবান্বিত হইতেছি। আজ তাই এই আনন্দের দিনে নূতন বর্ষারম্ভে সেই সকল গ্রাহকের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছি। তাঁহাদের এইরূপ অনুগ্রহ ও সাহায্য পাইলে অন্ততঃ আমাদের জীবনকাল পর্য্যন্ত এই দারোগার দপ্তরের অস্তিত্ব থাকিবে।'

প্রকাশক জানাচ্ছেন, দারোগার দপ্তর সাময়িক পত্রিকা। এই পত্রিকার গ্রাহকও আছেন যথেষ্ট। আর এমন অনুগ্রহ ও সাহায্য পেলে দারোগার দপ্তর দীর্ঘায়ু হবে এমন আশা স্বভাবতই প্রকাশক মশাই করেছেন।

প্রকাশক জানাচ্ছেন, 'কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এই দারোগার দপ্তরের দ্বারা জুয়াচোর, বদমায়েসদিগের নূতন জুয়াচুরি বুদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু জানি না, ইহা দ্বারা জুয়াচোরগণ সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিম্বা সাধারণ লোকে সেই জুয়াচোরগণ-কৃত কার্য্যের বিপক্ষে বাধা দিবার জন্য উপায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, আমরা কল্পনার অতিরঞ্জিত কোন চিত্র এই পুস্তকে দিই না; যাহা বাস্তবিক ঘটনা, এ দেশীয় জুয়াচুরি বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, তাহাই ইহাতে লেখা হইয়া থাকে। তাহার পর সামান্য জুয়াচোর, বদমায়েস লোক পুস্তক পাঠ করে না; শিক্ষিত জুয়াচোরগণ পুস্তক পাঠ করে বটে, কিন্তু এরূপ পুস্তক দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে, তাহা যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে আমাদের দারোগার দপ্তর অপেক্ষা ভয়ানক ঘটনা-পূর্ণ বিলাতী ডিটেক্‌টিভ গল্প পুস্তক হইতে তাহারা অনেক অধিক সাহায্য পাইতে পারে।'

শ্রী বাণীনাথ নন্দী, 'দারোদার দপ্তর'-এর প্রকাশক বলছেন, প্রশ্ন তুলছেন। '....যখন কল্পনার অতিরঞ্জিত ঘটনা-পূর্ণ নভেলাদি পড়িয়া এ দেশীয় স্ত্রী-বালকগণ বিকৃত-বুদ্ধি ও বিজাতীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন ত কেহ কোন কথা কহেন না, সেরূপ নভেলাদি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন না! ইহার কারণ কি, কেহ কি বলিতে পারেন?'

'দারোগার দপ্তর' সাহিত্যের কোন ধারায় পড়ে? বাণীনাথ নন্দী সে কথাও তাঁর মতো করে বুঝিয়েছেন। লিখছেন, 'দারোগার দপ্তর' একবারে সম্পূর্ণ রূপ নূতন ধরণের পুস্তক। এরূপ পুস্তক ইতিপূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়

নাই। সুতরাং ইহা কোন্ শ্রেণীর পুস্তক, ইহা 'কাব্য বা উপন্যাস' তাহা অনেকে ঠিক করিতে পারেন না। তবে ইহা গল্প ধরণে লেখা হইলেও, ইহাকে কাল্পনিক ঘটনা-পূর্ণ উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।' প্রকাশক নিজেই সংশয়ে আছেন দারোগার দপ্তরের লেখক 'উপন্যাসিক' পদ-বাচ্য কিভাবে হবেন, তা বলতে পারছেন না। অথচ কোন লেখক যখন দারোগার দপ্তরের লেখককে 'কবি-উপন্যাসিক' বলে বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করেন, তখন প্রকাশকমশাই এর কারণ বুঝতে পারেন না। অথচ অনেক সমালোচক দারোগার দপ্তরের ঘটনা সমাবেশের বৈচিত্র্য ও পুস্তক-গত ভাষা সম্বন্ধে প্রশংসা করেছেন একথা জানাতে তাঁর আনন্দ হয়।

বাণীনাথ নন্দী একটি গুরুতর কথার অবতারণা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'গত বৎসর বৈশাখ মাসে দারোগার দপ্তরে 'মাংসভোজন' নামে যে পুস্তকখানি বাহির হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে সমাজ-দ্রোহী বলিয়া প্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তবে যদি মাংস ভোজন পুস্তকের ঘটনার যথার্থ নাম ধামাদি এবং কার্য্যকলাপ যথার্থ বলিয়া অক্ষয়বাবুর নিকট প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, তবে আমার উক্ত কলঙ্কের স্খালন হইবে।' বাণীনাথ নন্দীর অত্যন্ত সম্মানে লেগেছিল 'সমাজ-দ্রোহী' শব্দটি। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু বিজ্ঞ, ভূতপূর্ব 'সাধারণী' পত্রের উপযুক্ত সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা যে সকল সমাজ-কালিমার প্রচার করি, সেই কালিমার প্রকৃত নিয়োক্তার নাম ধাম প্রভৃতি প্রকাশ করা কি আমাদের কর্তব্য?'

প্রকাশক এই কথা বলেই থামেননি। যেন ঘটনাপ্রবাহকে আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। 'বিশেষতঃ উক্ত ঘটনার নায়ক, একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (বোধ হয় (!) মুন্সেফ)। আর অক্ষয়বাবু যে সময় সংবাদপত্র পরিচালন করিতেন, বোধহয়, উক্ত ঘটনা সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। (অবশ্য কলিকাতার লোকে যে স্থানকে 'বাঙ্গাল' দেশ বলিয়া থাকেন।) অতএব অক্ষয়বাবুর পক্ষে উক্ত ঘটনাকে কাল্পনিক বলিয়া ধারণা করা কি বিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে? অপর লোক হইলে আমরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখই করিতাম না।' বোঝা যাচ্ছে, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য বাণীনাথ নন্দী ভালো চোখে নেন নি। আর দারোগার দপ্তরের পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের বক্তব্য রাখতে দ্বিধা করেননি। শেষে কারুণিক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তাঁর অনুকম্পায় পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো সেই বছরেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। দারোগার দপ্তর আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

'দারোগার দপ্তর'-এর ৭৪, ৭৫, ৭৬ সংখ্যা জুড়ে রয়েছে 'ঘর-পোড়া লোক'। যার আর এক ব্যাখ্যা 'অর্থাৎ পুলিসের অসৎ বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত!' ১৩০৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাস—তিন মাস ধরে 'ঘর-পোড়া লোক' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক বাণীনাথ নন্দী। মুদ্রণের কাজ করেছিল গ্রেট টাউন প্রেস। ৭৭ তম সংখ্যা 'দারোগার দপ্তর'-এর বিষয় 'দুইটী জুয়াচুরি' বা 'অর্থাৎ কলিকাতার ভিতর নিত্য নিত্য যে সকল জুয়াচুরি হইতেছে, তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত!' সন ১৩০৫, ভাদ্র মাস।

১৩০৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ 'দারোগার দপ্তর'-এর সপ্তম বর্ষ চলছে। ৭৯ তম সংখ্যা 'ছেলে-ভুল' বা 'অর্থাৎ অপহৃত বালক উদ্ধারের অদ্ভুত রহস্য!' প্রকাশ পেল। এটা কার্তিক সংখ্যা। দেখছি, টাইটেল পেজে প্রকাশক বাণীনাথ নন্দীর স্বাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। ৮০তম সংখ্যা, ১৩০৫-এর অগ্রহায়ণ 'রাণী-না খুনি?'-র প্রথম অংশে 'অর্থাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবার চূড়ান্ত ফল!' —এও রয়েছে বাণীনাথ নন্দীর স্বাক্ষর। ৮১ তম সংখ্যা 'রাণী না খুনি'-র শেষ অংশ। পৌষ মাসের সংখ্যা। 'শ্রীবাণীনাথ নন্দী' স্বাক্ষর আর থাকছে না। অথচ তিনি প্রকাশক। ৮২ তম সংখ্যা। মাঘ, ১৩০৫-এ প্রকাশ পেল 'রকম রকম' (অর্থাৎ জুয়াচুরির অদ্ভুত বৃত্তান্ত!) —এই সংখ্যাও বাণীনাথের স্বাক্ষর বিহীন। অথচ তাঁর নাম রয়েছে প্রকাশক হিসেবে।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬, বৈশাখের ১ তারিখে দারোগার দপ্তরের প্রকাশক বাণীনাথ নন্দী লিখলেন, 'আমাদের এক্ষণে এরূপ ভরসা আছে যে, প্রিয়নাথবাবু ও আমার জীবিতকাল পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব লোপ হইবে না; তবে ইতিমধ্যে অন্য কোন অনিবার্য দৈব-দুর্ঘটনার সংঘটন হইলে আমরা নাচার।' কী অদ্ভুত কাণ্ড! কী যে দৈব দুর্ঘটনা ঘটল জানি না, বাণীনাথ নন্দী আর প্রকাশক রইলেন না। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩২ জ্যৈষ্ঠয় বিশেষ দ্রষ্টব্য শিরোনামে দারোগার দপ্তরের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রূপে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, 'বিশেষ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে, দারোগার দপ্তরের সহিত এত দিবস পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তবাবু বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের যে সংস্রব ছিল। অদ্য হইতে তাঁহার সেই সংস্রব বিলুপ্ত হইল।' কতকগুলি কারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কারণগুলির উল্লেখ নেই, বাণীনাথের হাত থেকে দারোগার দপ্তরের সমস্ত ভার গ্রহণ করে সেইদিন থেকে নতুন কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের হাতে সেই গুরুভার অর্পণ করেন প্রিয়নাথ। এমনও লেখেন, 'অদ্য হইতে দারোগার দপ্তরের সহিত বাণীবাবুর আর কোনরূপ সংস্রব রহিল না।'

দারোগার দপ্তরের দায়িত্ব নিলেন উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, 'অদ্য হইতে আমি দারোগার দপ্তরের কার্য্যাধ্যক্ষের গুরুভার গ্রহণ করিলাম। এখন হইতে টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিনিময়-পত্রিকা প্রভৃতি আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।' ঠিকানা লেখা ছিল, ৭৯/৩/২ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা। পরে ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট। বৈঠকখানা, দারোগার দপ্তরের কার্যালয় ও ১৪ নং হুজুরিমলস লেন, বৈঠকখানা এবং ৮৮/১ কেরানি বাগান ইস্ট লেন থেকে দারোগার দপ্তর প্রকাশ পেত।

১৩০৭ সাল, পৌষ মাস। দারোগার দপ্তরের ১০৫ সংখ্যা বেরোল 'মেলায় চুরি' (অর্থাৎ কলিকাতার মহামেলায় প্রকাণ্ড চুরির অদ্ভুত রহস্য।) ছাপা হয়েছিল হিন্দুধর্ম প্রেস, ৬৬, আহিরীটোলা স্ট্রিট কলকাতা থেকে। মালিকের নাম ডি. এন. ঘোষ। ১০৬ সংখ্যা মাঘ-এ 'মেলায় চুরি'র শেষাংশ, ১০৭-এ 'লাসের অন্তর্দ্ধান' (অর্থাৎ পুলিস প্রহরীর পাহারা হইতে মৃতদেহের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের অদ্ভুত রহস্য!), ১০৮-এ 'তারা রহস্য' (অর্থাৎ তারা-নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোকের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল)। চৈত্র মাস শেষ হল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দ শেষ হল 'তারা-রহস্য' প্রকাশে। এদিকে দারোগার দপ্তরের নবম বর্ষও শেষ হয়ে গেল।

এবার পাচ্ছি ১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ১৩৩ সংখ্যা। 'মতিয়া বিবি' (অর্থাৎ মতিয়া নামক জনৈক বিবিজানের লাসের অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান) প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশক রয়েছেন শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী। 'দারোগার দপ্তর' কার্যালয় বদলেছে ১৪ নং হুজুরিমল্‌স লেন, কলিকাতায়। ছাপা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম প্রেস থেকে। মুদ্রাকরের নামে বদল ঘটেছে। এবার মুদ্রাকর হলেন বি. এইচ. পাল। 'মতিয়া বিবি' প্রকাশ পেল দারোগার দপ্তরের দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা রূপে। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে প্রকাশকের নিবেদন। প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করি। শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী, দারোগার দপ্তরের কার্য্যাধ্যক্ষ, লিখেছেন, 'দারোগার দপ্তর একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই বঙ্গদেশে একখানা বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালি পাঠকগণ কর্তৃক বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়া এত দিবস পর্য্যন্ত যে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, ইহা অপেক্ষা দারোগার দপ্তরের ন্যায় মাসিক পত্রিকার বিশেষ গৌরব আর কি হইতে পারে?'

'দারোগার দপ্তর' যে পাঠকদের হৃদয়কে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করেছিল এই দীর্ঘজীবনই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বারো বছরে যখন দারোগার দপ্তর পা দিয়েছে, সেই সময় পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা সীমাবদ্ধ। উপেন্দ্রভূষণ লিখছেন, 'কিন্তু বলিতে কি, সরকারি কার্য্যের গুরুভার বহন করিয়া তাহার উপর যদি প্রিয়নাথবাবুকে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে না হইত, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত সময় যদি তিনি এই দারোগার দপ্তরের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই দারোগার দপ্তর অসংখ্য পাঠকের মনস্তুষ্টি করিত।'

দারোগার দপ্তরের লেখক একজন। তাঁর নাম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। উপেন্দ্রভূষণ একথাই লিখছেন, 'যে কোন প্রদেশে বা যে কোন ভাষায় মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখনি-প্রসূত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ সকল স্থান পায়; কিন্তু দারোগার দপ্তরে কেবল প্রিয়নাথবাবু ভিন্ন অপর কোন লেখকের কোন প্রবন্ধ স্থান পায় না বলিয়াই, সময় সময় পত্রিকা বাহির হইতে বিলম্ব হয়।'

আরও কিছু কথা বলা দরকার। উপেন্দ্রভূষণের বক্তব্য হল, মাসিক পত্রিকা ঠিক মাসে মাসে বের না হলে বিশেষ দোষের বিষয় সত্য কিন্তু পাঠকরা তা অতটা লক্ষ্য করেন না। বলছেন, 'ইহাও লেখক ও কার্য্যাধ্যক্ষের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। সে যাহা হউক, মাসিক পত্রিকা নিয়মিত রূপে বাহির করিতে হইলে লেখকের কর্ত্তব্য যে, প্রবন্ধটী যাহাতে প্রত্যেক মাসে নিয়মিতরূপে লেখা হয়, তাহার দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখাও প্রকাশকের কর্তব্য, —যাহাতে প্রবন্ধটী ঠিক সময়মত প্রকাশিত হয় তাহার পক্ষে বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকা।' প্রিয় পাঠক, আমরা এর আগেই দেখেছি দারোগার দপ্তরের লেখককে কবি-উপন্যাসিক অভিধায় ভূষিত করায় পূর্বতন প্রকাশক বাণীনাথ নন্দী রীতিমত প্রকাশকের নিবেদনে বেশ কিছু কথা খরচ করেছিলেন। এই সংখ্যায় তো উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী দারোগার দপ্তরকে প্রবন্ধ হিসেবে স্পষ্ট উল্লেখ করে দিলেন।

'দারোগার দপ্তর' সেই সময় বিলম্বে প্রকাশ পেত। স্বীকারোক্তি, 'গত বৎসর লেখক ও প্রকাশক কেহই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঠিক প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া, আমরা গ্রাহকগণের নিকট বিশেষরূপে লজ্জিত আছি ও যাহাতে এক মাসের দপ্তর অপর মাসে গ্রাহকগণের হস্তগত না হয়, তাহার নিমিত্তই এক বৎসর বাদ দিলাম, উহা কেবল কাগজ কলম বাদ হইল মাত্র।' গ্রাহকদের তাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সংখ্যায় সংখ্যায় যে নম্বরটি লেখা থাকে তারও কোনও ব্যতিক্রম নেই। কেবলমাত্র কাজের সুবিধার জন্য ও দেরিতে দারোগার দপ্তর বের হচ্ছে একথা যাতে গ্রাহকরা আর বলতে না পারেন তার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রকাশক মশাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'কিন্তু এবার আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, দারোগার দপ্তর বাহির হইতে সেইরূপ বিলম্ব আর ঘটিবে না।'

আরও জানিয়েছেন, প্রিয়নাথবাবু তাঁকে কথা দিয়েছেন যে তাঁর ওপর সরকারি কাজের যতই গুরুভার ন্যস্ত হোক না কেন তারই মধ্যে যেমন হয় 'মাসে মাসে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন' ও প্রকাশকও ঠিক সময়মত তা প্রকাশ করে গ্রাহকদের মনস্তুষ্টি করতে রীতিমত চেষ্টা করবেন। ওই সংখ্যাতেই উপেন্দ্রবাবু পাঠকদের ভরসা দিয়েছেন, ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত দারোগার দপ্তর প্রস্তুত এবং প্রতি মাসে মাসে তা গ্রাহকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এখানেও দারোগার দপ্তরকে 'প্রবন্ধ' রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

গ্রাহকরা যেভাবে দারোগার দপ্তরকে আদরপূর্বক গ্রহণ করেছেন তাতে প্রীত হয়ে লেখক ও প্রকাশক মিলে ঠিক করেছেন পাঠকদের কিছু উপহার দেওয়ার প্রয়োজন। উপহার সবচেয়ে ভালো বই ছাড়া আর কি হতে পারে? অগত্যা-'উপহারের পুস্তক কেবলমাত্র দুইখানি হইলেও উহা পাঠে যে গ্রাহকগণ বিশেষরূপ সন্তোষ লাভ করিবেন, তাহা আমাকে বলিয়া দিতে হইবে না।' সগর্বে জানাচ্ছেন উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী।

দারোগার দপ্তরের গ্রাহক-পাঠক সম্পর্কে ধারণা পাই। 'দারোগার দপ্তরের গ্রাহকগণ সম্বন্ধে এইখানে একটী কথা বোধ হয়, বিশেষরূপে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দারোগার দপ্তর মাসে মাসে প্রেরিত হইলে ও তাহার কোন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না, তাহার কিছুই তাঁহারা প্রথমে বলেন না; অনেক সময় তাঁহাদিগের অনবধানে অনেক সংখ্যা হারাইয়াও গিয়া থাকে। কিন্তু যখন বৎসর শেষ হয়, সেই সময় তাঁহারা সংখ্যাগুলি মিলাইয়া দেখেন ও অনেকগুলি সংখ্যা যখন প্রাপ্ত হন না, তখন আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানান যে, ঐ সকল সংখ্যা তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। আমরাও সাধ্যমত তাঁহাদিগকে ঐ সকল সংখ্যাগুলির মধ্যে যতদূর পারি, পুনরায় প্রেরণ করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদিগের যে কতদূর ক্ষতি হয়, তাহার দিকে গ্রাহকগণের একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, ইহাই আমার অনুরোধ।'

১৩১২ বঙ্গাব্দ। জ্যৈষ্ঠ মাস। দারোগার দপ্তরের ত্রয়োদশ বর্ষ চলছে। ১৪৬ সংখ্যার বিষয় 'পাহাড়ে মেয়ে'। দারোগার দপ্তরের ঠিকানা ১৪ নং হুজুরিমলস লেন, বৈঠকখানা, কলকাতা। প্রকাশক উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী। ছাপাখানার নাম বাণী প্রেস, ৬৩ নং নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, কলকাতা। মুদ্রাকরের নাম এম. এন. দে। সাল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ।

১৮১ সংখ্যার নাম 'বাইজী'। দারোগার দপ্তরের ষোড়শ বর্ষ। ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। বৈশাখ মাস। প্রকাশক, তাঁর ঠিকানা, মুদ্রণ ও মুদ্রাকরের ঠিকানা অপরিবর্তিত। মুদ্রণের সাল খ্রিস্টাব্দে ১৯০৮ লেখা আছে। ১৮২ সংখ্যক দারোগার দপ্তর হল 'রাস্তায় খুন'। সাল ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ। ইংরাজি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৩ সংখ্যক—'হত ভৃত্য' (আষাঢ়), ১৮৪—'স্ত্রী না রাক্ষসী' (শ্রাবণ), ১৮৫—'গোঁসাইঠাকুর' (ভাদ্র), ১৮৬—'জাল চেক' (আশ্বিন), ১৮৭—'ছেলে ধরা' (কার্তিক), ১৮৮—'বিবাহ-সমস্যা' (অগ্রহায়ণ), ১৮৯—'পূজারি বামুন বা পুরোহিত' (পৌষ), ১৯০—'সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত' (মাঘ) ও ১৯১—'সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত' (ফাল্গুন)। মাঘে প্রথম অংশ, ফাল্গুনে দ্বিতীয় অংশ মুদ্রিত। 'সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত'-এর প্রথম অংশের সূচনার পূর্বে প্রকাশক ভূমিকা লিখেছেন। ভূমিকা অংশটি উদ্ধার করি।

'ঠগিবিভাগের সুপারিন্টেডেন্ট কর্ণেল ডব্লু. এইচ. শ্লিম্যান (Colonel W.H.Sleeman General Superintendent of Operations for the Suppression of Thuggee) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বরে লিখিত যে রিপোর্ট ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টের সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত এইচ্. এম. ইলিয়ট (H. M. Elliot Esq' Secy. to the Government of India) সাহেবকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েকজন ডাকাত সর্দ্দারের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকটী ডাকাতির বিবরণ আছে মাত্র।'

১৩১৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র, ১৯২ সংখ্যা 'বিষম জাল'। ১৯৩—'খুন না চুরি?' সন ১৩১৬-র বৈশাখ। সপ্তদশ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠয় 'গুম খুন'। দারোগার দপ্তরের ১৯৪ সংখ্যা। আষাঢ় ১৩১৬, ১৯৫ সংখ্যা 'অদ্ভুত ফকির'। শ্রাবণে বেরোল 'লুকোচুরি', ১৯৬ সংখ্যা। ভাদ্র (১৯৭)—'প্রেমের খেলা বা খুনে প্রেমিক'। আশ্বিন (১৯৮)—'প্রেম পাগলিনী', কার্তিক (১৯৯)—'মরণে মুক্তি', অগ্রহায়ণ (২০০)—'মরণে মুক্তি (দ্বিতীয় অংশ)। এবারে দ্বিতীয় অংশে মুদ্রাকরের নাম পাচ্ছি জে. এন. দে, বাণী প্রেস, ৬৩ নং নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ।

দারোগার দপ্তরের ২০১ সংখ্যা 'দুই শিষ্য' (পৌষ, ১৩১৬), ২০২—'জ্ঞাতিশত্রু' (মাঘ), ২০৩—'বিদায় ভোজ' (ফাল্গুন), ২০৪—'জোড়াপাপী' (চৈত্র ১৩১৬), ২০৫—'ভূতের বিচার' (১৮ বর্ষ ১৩১৭, আশ্বিন)।

২০৩ সংখ্যা 'বিদায় ভোজ' থেকে প্রকাশকের নাম অপরিবর্তিত থাকলেও দারোগার দপ্তরের কার্যালয় দেখছি বদলে গেছে। ৯ নং সেন্ট জেমস্ লেন হয়েছে নতুন ঠিকানা। মুদ্রাকর ও মুদ্রণস্থান অপরিবর্তিত। ২০৪ সংখ্যায় দারোগার দপ্তরের কার্যালয় ছাপা হয়েছে ৯ নং সেন্ট জেমস স্কোয়ার। 'লেন'-এর স্থলে 'স্কোয়ার' হয়েছে।

'দস্যুর প্রতিহিংসা', 'মাণিক চোর', 'স্ত্রীবুদ্ধি', 'গণ্ডগোল', 'মানবী-না-দেবী?', 'অদৃষ্ট ফল', 'নবাবী বুদ্ধি', 'সয়তানি বুদ্ধি' ডিটেকটিভ গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে। 'মানবী-না-দেবী' থেকে মুদ্রকের স্থান নিয়েছেন কে. বি. পট্টনায়ক, ঠিকানা—উৎকল প্রেস, ৮, সেন্ট জেমস স্কোয়ার, কলকাতা।

আমরা যেমন যেমন পেয়েছি, তেমনভাবেই দারোগার দপ্তরকে সাজিয়েছি। সোমনাথ দাশগুপ্ত ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে দারোগার দপ্তরের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। যা এই খণ্ডে ছাপা হল। সোমনাথ দাশগুপ্তর আগ্রহ ছাড়া 'দারোগার দপ্তর' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না—একথা আবার স্বীকার করি। যদি আরও দারোগার দপ্তর পাওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে চতুর্থ খণ্ড হবার দাবি রাখে। এই সংকলনে সামান্য কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেখানে (...) এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

'পুনশ্চ'-র প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীশংকরীভূষণ নায়ককে আমার প্রণাম। তাঁর ইচ্ছায় এত বড়ো কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম। বন্ধু প্রকাশক সন্দীপ নায়ককে শুভেচ্ছা জানাই। সে আগ্রহী হয়ে এই কাজে নেমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাই সপ্তর্ষি নায়ককেও শুভেচ্ছা। পুনশ্চ-র প্রত্যেক কর্মীকে আমার পক্ষ থেকে শুভকামনা জানাই।

'দারোগার দপ্তর' তৃতীয় খণ্ড আমরা উৎসর্গ করলাম এই গ্রন্থের পরিকল্পক বিশিষ্ট লেখক শ্রীপান্থকে। নিখিল সরকার নামে যিনি পরিচিত। নিখিলদার স্নেহসান্নিধ্য সন্দীপ ও আমি উভয়েই পেয়েছি। তাঁর স্মৃতিতে প্রণাম। আমরা নিশ্চিত, নিখিলদা আকাশে উজ্জ্বল তারা হয়ে আমাদের এই কাজকে দেখছেন।

২৫ বৈশাখ, ১৪২৮
৯ মে, ২০২১

অরুণ মুখোপাধ্যায়
চন্দননগর, হুগলি

সূচীপত্র

বেওয়ারিশ লাশ	☐ ১৯
ঘর-পোড়া লোক প্রথম অংশ	☐ ৩৭
ঘর-পোড়া লোক মধ্যম অংশ	☐ ৫১
ঘর-পোড়া লোক শেষাংশ	☐ ৬৬
দুইটী জুয়াচুরি	☐ ৮১
ছেলে-ভুল	☐ ৯৬
রাণী না খুনি? প্রথম অংশ	☐ ১১০
রাণী না খুনি? শেষাংশ	☐ ১২৫
রকম রকম	☐ ১৪০
মেলায় চুরি	☐ ১৫৫
লাসের অন্তর্দ্ধান	☐ ১৮৪
তারা-রহস্য	☐ ২০০
মতিয়া বিবি	☐ ২১৫
পাহাড়ে মেয়ে প্রথম অংশ	☐ ২২৮
পাহাড়ে মেয়ে দ্বিতীয় অংশ	☐ ২৪২
বাইজী	☐ ২৫৪
রাস্তায় খুন	☐ ২৬৮
হত ভৃত্য	☐ ২৮০
স্ত্রী না রাক্ষসী	☐ ২৯১
গোঁসাই ঠাকুর	☐ ৩০১
জাল চেক	☐ ৩১৬
ছেলে ধরা	☐ ৩৩১
বিবাহ-সমস্যা	☐ ৩৪০
পূজারি বামুন বা পুরোহিত	☐ ৩৫২
সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত প্রথম অংশ	☐ ৩৬৪
সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত দ্বিতীয় অংশ	☐ ৩৭৪
বিষম জাল	☐ ৩৮৪
খুন না চুরি?	☐ ৩৯৫
গুম খুন	☐ ৪১৪

অদ্ভুত ফকির ☐ ৪২৭
লুকোচুরি ☐ ৪৪০
প্রেমের খেলা বা খুনে প্রেমিক ☐ ৪৫৩
প্রেম-পাগলিনী ☐ ৪৬৬
মরণে মুক্তি প্রথম অংশ ☐ ৪৮০
মরণে মুক্তি দ্বিতীয় অংশ ☐ ৪৯৫
দুই শিষ্য ☐ ৫০৪
জাতি-শত্রু ☐ ৫১৯
বিদায় ভোজ ☐ ৫৩৬
জোড়া পাপী ☐ ৫৪৭
ভূতের বিচার ☐ ৫৫৯
দস্যুর প্রতিহিংসা ☐ ৫৭৩
মাণিকচোর ☐ ৫৯৪
স্ত্রীবুদ্ধি ☐ ৬০৮
মানবী-না-দেবী ☐ ৬২৪
অদৃষ্ট ফল ☐ ৬৩৯
নবাবী বুদ্ধি ☐ ৬৫৫
গণ্ডগোল ☐ ৬৭৩
সয়তানি বুদ্ধি ☐ ৬৯৭
দারোগার দপ্তর-এর ক্রমাংক ভিত্তিক কালানুক্রমক তালিকা ☐ ৭১৩

বেওয়ারিশ লাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিবস প্রাতঃকালে থানার সম্মুখে বেড়াইতেছি, এরূপ সময়ে একটি লোকের মুখে শুনিতে পাইলাম যে, রাস্তার ধারে পুলিন্দার ভিতর একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহার নিকট হইতে আমি উহা শুনিতে পাইলাম, তাঁহাকে ডাকিয়া দুই একটি কথা জিজ্ঞাসাও করিলাম; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তরপ্রাপ্ত হইলাম না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মৃতদেহ কি নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন?"

পথিক। না।

আমি। তবে আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, রাস্তার ধারে পুলিন্দার ভিতর একটি লাস পাওয়া গিয়াছে?

পথিক। আমি শুনিয়াছি।

আমি। কাহার নিকট হইতে আপনি শুনিয়াছেন?

পথিক। তাহার নাম ধাম জানি না। রাস্তা দিয়া একটি লোক অপর আর একজনকে বলিতে বলিতে যাইতেছিল, তাই আমি শুনিয়াছি।

আমি। কোন্ স্থানে এবং কোন্ রাস্তায় লাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু শুনিয়াছেন?

পথিক। না, তাহা শুনি নাই।

আমি। কবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কিছু শুনিয়াছেন?

পথিক। আজ পাওয়া গিয়াছে।

পথিকের এই কথা শুনিয়া একবার মনে হইল, হয় ত প্রকৃতই কোন স্থানে রাস্তার কিনারায় পুলিন্দার ভিতর একটি লাস পাওয়া গিয়া থাকিবে। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ইহার সত্যাসত্য জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে না, কোন না কোনরূপে এখনই তাহার সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। আবার মনে হইল, কলিকাতা সহরে মধ্যে মধ্যে যেমন এক একটি মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়ে, ইহাও হয় ত সেই প্রকারের কথা।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই পথিককে কহিলাম, "যা'ন মহাশয়! আপনি এখন প্রস্থান করুন; কিন্তু সবিশেষ রূপ না জানিয়া এরূপ কোন কথা জনসাধারণের মধ্যে কখন প্রকাশ করিবেন না। কারণ, আপনি সবিশেষরূপে নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কলিকাতা সহরের মধ্যে যত প্রকার গুজব উঠে, তাহার এক তৃতীয়াংশও সত্য হয় না!"

আমার কথা শুনিয়া পথিক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, আমিও সেই স্থানে বেড়াইতে লাগিলাম।

ইহার দশ মিনিট পরেই সংবাদ আসিল, চটমোড়া একটি লাস একটি বাক্সের ভিতর বেওয়ারিশ অবস্থায় জোড়াবাগান থানায় পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া, পূর্ব্বের সংবাদকে আর মিথ্যা গুজব বলিতে পারিলাম না। আমাদিগের যেরূপ নিয়ম আছে, সেইরূপ ভাবে জোড়াবাগানের থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় বুঝিলাম যে, যে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে।

আমি থানায় গিয়া দেখিলাম, সেই লাসের পুলিন্দা সম্পূর্ণরূপে খোলা হয় নাই। আমি সেই স্থানে গমন করিবামাত্রই যে খোলা হইল, তাহাও নহে। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর, ক্রমে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ আসিয়া সেই স্থানে একত্র হইলেন। তাঁহারা আসিলেও বাক্সের ভিতর হইতে সেই লাস বাহির করা হইল না। ডাক্তার সাহেবকে সংবাদ প্রেরণ করা হইল, এবং করোণার সাহেবের নিকট একখানি পত্র সহ একজন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। ক্রমে ডাক্তার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও কয়েকজন জুরি সমভিব্যাহারে করোণার সাহেবও আগমন করিলেন।

এইরূপে সকলে সেই স্থানে সমবেত হইলে, যে বাক্সের ভিতর সেই মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সকলের সম্মুখে আনীত হইল। উহা ডবল টিনের একটি বেশ মজবুত বাক্স; কিন্তু নূতন নহে, পুরাতন। দেখিলে বোধ হয়, বহুদিবস হইতে সেই বাক্সটি অব্যবহার্য্যরূপে কোন স্থানে রক্ষিত ছিল।

শুনিলাম, যে সময় বাক্সটি থানায় আনিয়া জমা দেওয়া হয়, সেই সময় উহাতে চাবি বন্ধ ছিল, এবং খুব মজবুত দড়িতে উহা বাঁধা ছিল। আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, যে দড়ি দিয়া বাক্সটি বাঁধা ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া, বাক্সটির চাবি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল।

কিরূপে বাক্সটি থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিরূপ সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া উহার দড়ি খুলিয়া ফেলা হইল, ও বাক্সের চাবি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল, প্রথমে তাহাই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কর্ম্মচারীর সম্মুখে এই বাক্সটি প্রথম থানার ভিতর আনীত হয়?"

থানার দারোগা নিতান্ত ভীত অন্তঃকরণে উত্তর প্রদান করিলেন, "আমারই সম্মুখে প্রথমে এই বাক্স থানার ভিতর আনয়ন করে।"

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। কে এই বাক্স থানায় আনিয়া জমা দেয়?

দারোগা। পোর্টকমিশনরের একজন চাপরাশি দুইজন কুলির সাহায্যে এই বাক্সটি থানার ভিতর আনয়ন করে।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। পোর্টকমিশনরের সেই চাপরাশিকে তুমি চিন?

দারোগা। তাহাকে চিনি বৈ কি।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। সে এখন কোথায়?

দারোগা। তাহাকে আমি থানাতেই রাখিয়াছি, এই সে উপস্থিত আছে।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। (চাপরাশির প্রতি) এ বাক্স তুমি কোথায় পাইলে?

চাপরাশি। রাত্রি দুইটার পর আমি পাহারা দিবার নিমিত্ত গঙ্গার ধারে গমন করি। সেই স্থানে এই বাক্সটি আমি দেখিতে পাই।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। গঙ্গার ধারে কোন্ স্থানে এই বাক্সটি ছিল?

চাপরাশি। গঙ্গার ধারে যে সকল খোলা মালগুদাম আছে, তাহারই একটি গুদামের ভিতর এই বাক্সটি রক্ষিত ছিল।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। যে স্থানে বাক্সটি ছিল, সেই স্থানে আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি ছিল?

চাপরাশি। আর কেহই ছিল না, বেওয়ারিশ অবস্থায় কেবল বাক্সটিই ছিল মাত্র।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। উহা যে বেওয়ারিশ, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিলে?

চাপরাশি। আমি প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম যে, যাহার বাক্স, সে সেই স্থানে রাখিয়া অপর কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, কার্য্য শেষ হইলে যখন আসিবে, সেই সময় তাহার বাক্স লইয়া যাইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলাম, সেই বাক্স লইবার নিমিত্ত কেহই আসিল না, তখন সহজেই আমি উহাকে বেওয়ারিশ মনে করিয়া আমার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলাম। তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ওই বাক্স বেওয়ারিশ বলিয়া থানায় জমা দিবার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাই আমি এই বাক্স আনিয়া থানায় জমা দিয়াছি।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তোমার সঙ্গে যে দুইজন কুলি আসিয়াছে, উহারা কাহারা?

চাপরাশি। উহারা মুটিয়ার কার্য্য করে, এবং নিকটবর্ত্তী এক স্থানে থাকে। যখন আমি দেখিলাম যে, এই বাক্সটি অতিশয় ভারি, দুইজন লোক ব্যতীত কোনরূপেই উহা থানায় আনা যাইতে পারে না, তখন এই দুইজন কুলিকে আমি ইহাদিগের গৃহ হইতে ডাকাইয়া আনি, ও ইহাদিগের সাহায্যে এই বাক্সটি আমি থানায় আনিয়া উপস্থিত করি।

উর্দ্ধতন কর্মচারী। এই বাক্সটি থানায় জমা দিবার সময় উহার ভিতর কি আছে, তাহা তোমরা দেখিয়াছিলে কি?

চাপরাশি। না মহাশয়! তাহা আমরা দেখি নাই। উহার ভিতর কি আছে, তাহা খুলিয়া দেখিবার নিয়ম আমাদিগের নাই। যেরূপ অবস্থায় যে কোন বেওয়ারিশ দ্রব্য পাওয়া যায়, সেইরূপ অবস্থায় তাহা আনিয়া আমরা থানায় জমা দিয়া থাকি।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তোমরা যদি এই বাক্স না খুলিয়া থাক, তাহা হইলে ইহা খুলিল কে?

চাপরাশি। থানায় আনিবার পর দারোগা মহাশয় উহা খুলিয়াছেন। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা উহা খুলি নাই।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। যে সময় দারোগা মহাশয় এই বাক্স খোলেন, সেই সময় তুমি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলে?

চাপরাশি। আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। আমার সম্মুখেই এই বাক্স খোলা হয়।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। (দারোগার প্রতি) কেমন, তুমিই এই বাক্স প্রথমে খুলিয়াছিলে?

দারোগা। আজ্ঞা হাঁ, আমি উহা খুলিয়াছিলাম।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। এই বাক্স খুলিবার তোমার কি প্রয়োজন হইয়াছিল?

দারোগা। এই বাক্স যখন জমা করিয়া দিবার নিমিত্ত থানায় আনা হয়, তখন উহার ভিতর কি দ্রব্য আছে, তাহা না জানিয়া উহা কিরূপে জমা করিয়া লইতে পারি? মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া যে দড়ি দিয়া এই বাক্স জড়াইয়া বাঁধা ছিল, তাহা প্রথমে খুলিয়া ফেলি। তাহার পর দেখিতে পাই, বাক্সের চাবি বন্ধ আছে। সুতরাং এই চাবিও আমাকে

ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। চাবি ভাঙ্গিয়া বাক্সের ডালা উঠাইয়া দেখিতে পাই যে, উহার ভিতর যে দ্রব্য আছে, তাহা আবার চটে মোড়া। তখন সেই চটের এক পার্শ্বে অতি অল্পমাত্র ফাঁক করিয়া দেখি, উহার ভিতর মৃতদেহ রহিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে সংবাদ প্রদান করি। তিনি উপর হইতে তৎক্ষণাৎ নীচে আগমন করেন, এবং স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের নিকট সংবাদ প্রদান করেন।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। থানার কেতাবে তুমি এই বাক্স জমা করিয়া লইয়াছ?

দারোগা। না।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। কেন?

দারোগা। বাক্সের ভিতর যখন কোন দ্রব্য পাইলাম না, অথচ লাস বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর কি জমা করিয়া লইব?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

থানার দারোগা ও চাপরাশির নিকট এই সকল কথা অবগত হইয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সেই বাক্স সর্ব্ব সমক্ষে সেই স্থানে খুলিতে কহিলেন। আদেশ প্রদান করিবামাত্র তাঁহার সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল।

বাক্সের ডালা খুলিবামাত্র আমরা সকলেই দেখিতে পাইলাম যে, সেই বাক্সের ভিতর চটে মোড়া ও উপরে দড়ি দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া সেই মৃতদেহটি বাঁধা আছে। সেইরূপ অবস্থায় সেই চট-জড়ান মৃতদেহ সেই বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করা হইল, এবং যে দড়ি দিয়া উহা জড়াইয়া বাঁধা ছিল, সেই দড়ি ও চট খুলিয়া দিলে, দেখিতে পাওয়া গেল, উহার ভিতর যে মৃতদেহ ছিল, তাহা একটি পুরুষের দেহ। উহার হাত পা দোমড়াইয়া যাহাতে অল্প স্থানের ভিতর স্থান হইতে পারে, সেইরূপ ভাবে বাঁধা হইয়াছিল।

সেই মৃতদেহ দেখিয়া অনুমান হইল, যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কম হইবে না। জাতিতে মুসলমান। মৃতদেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইল ; কিন্তু উহার কোন স্থানে কোনরূপ জখম বা অপর কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। কেবল অনুমান হইল যে, উহার বাম গণ্ডে যেন একটু সামান্য কাল দাগ পড়িয়াছে।

ডাক্তার সাহেব সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই মৃতদেহ উত্তমরূপে দেখিয়া কহিলেন, "যদি ইহাকে কোন স্থানে আঘাত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাম গণ্ডে ব্যতীত যে অপর কোন স্থানে আঘাত করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায় না।"

তিনি আরও কহিলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় সেই ব্যক্তির মৃত্যু চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় না। তিনি তখন এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ঠিক মত প্রকাশ করিতে পারিলেন না, ও কহিলেন যে, এখন তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন মাত্র। যে পর্য্যন্ত সেই শব ছেদন করিয়া তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিতে পারিবেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ঠিক মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না।

ডাক্তার সাহেবের এই কথা শুনিয়া, সেই মৃতদেহ যে স্থানে ছেদন করিলে, পরীক্ষা হইতে পারে, সেই স্থানে উহা তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব আদেশ প্রদান করিলেন।

এই আদেশ সম্বন্ধে তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের কাহারও মতের ঐক্য হইল না। তখন আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে কহিলাম, "এই মৃতদেহ এখনই পাঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে আপনি যে আদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা এখনই প্রতিপালন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু এই মৃতদেহ যে কাহার, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই। অতএব যে পর্য্যন্ত উহা স্থিরীকৃত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত এই হত্যার কোনরূপ উদ্ধার হইবে না, বা প্রকৃত অপরাধীও ধৃত হইবে না। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এই মৃতদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত উহাকে কোন প্রকাশ্য স্থানে অনাবৃত ভাবে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে এই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে বিলক্ষণ জনতা হইবে, ও অনেক লোকে এই মৃতদেহ দেখিতে পাইবে। এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ এই মৃতদেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে আমাদিগের অভিলাষ অনেকটা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।"

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব আমাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং ডাক্তার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই ঠিক; কিন্তু দিবা বারটার পর এই মৃতদেহ যেন আর রাখা না হয়। কারণ, তাহা হইলে উহা একবারে পচিয়া যাইবে। মৃতদেহ পচিয়া গেলে ডাক্তার সাহেব তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না।"

তিনি আরও কহিলেন, "আমি এখনই প্রত্যেক থানায় সংবাদ প্রদান করিতেছি। সেই সকল থানার এলাকায় প্রত্যেক পল্লীতে যে সকল লোক বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে কোন না কোন লোককে আনিয়া যেন এই মৃতদেহ দেখান হয়। তাহা হইলে সেই সকল লোকের মধ্য হইতে কোন না কোন লোক এই মৃতদেহ চিনিলেও চিনিতে পারিবে।"

এই বলিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব, ডাক্তার সাহেব এবং করোণার সাহেবের সহিত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমরা সেই মৃতদেহটি চটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া একটি প্রকাশ্য স্থানে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলাম। সেই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। কয়েকজন উচ্চ ও নিম্নপদস্থ বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারীকে পুলিশের পোযাক না পরাইয়া সেই ভিড়ের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইল। সেই মৃতদেহ দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি কি বলে, কেহ উহাকে চিনিতে পারিলে আপনাদিগের মধ্যে কি কথা বলাবলি করে, তাহা জানিয়া লইবার ভার তাঁহাদিগের উপরই অর্পিত হইল।

এদিকে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মহাশয়ের আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র প্রত্যেক থানার এলাকা হইতে রাশি রাশি লোক আসিয়া সেই স্থানে সমবেত হইয়া সেই মৃতদেহ দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহা যে কাহার দেহ, তাহা কেহ চিনিতে পারিল না, বা চিনিয়াও কেহ বলিল না। এইরূপে প্রায় দিবা এগারটা বাজিয়া গেল।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, যে চটে সেই মৃতদেহ মোড়া ছিল, সেই চটটি আমরা উত্তমরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, তাহাতে এরূপ কোন কথা লেখা নাই, বা এরূপ কোন চিহ্ন নাই যে, যাহার দ্বারা, সেই চট যে কোথা হইতে আনীত হইয়াছে, বা তাহা কাহার, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

যে টিনের বাক্সের ভিতর সেই মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই টিনের বাক্সটির মধ্যে উত্তমরূপে দেখাতে, দেখিতে পাইলাম, তাহার ভিতর একটি পুরাতন ও নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশি রহিয়াছে। সেই শিশিটি নিজের হাতে করিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে সেই শিশিতে করিয়া ব্যাথগেট কোম্পানির ঔষধালয় হইতে একজন সাহেবের নিমিত্ত ঔষধ আসিয়াছিল। এরূপ শিশি প্রায় সকল গৃহেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সাহেবদিগের গৃহের শিশি, বোতল প্রভৃতি তাঁহাদিগের খানসামা বাবুর্চিরা প্রায়ই বিক্রীওয়ালাদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়া ফেলে। বিক্রীওয়ালারা সেই সকল শিশি-বোতল আনিয়া শিশি-বোতল-ব্যবসায়ী দোকানদারের হস্তে বিক্রয় করে। তাহাদিগের দোকান হইতে যাহাদিগের প্রয়োজন হয়, তাহারা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সেই ঔষধের শিশি উপলক্ষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে যে কোনরূপ সবিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করিলাম না। যে স্থানের শিশি সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া, অন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায়ই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

এদিকে নানা স্থান হইতে নানা লোক আসিয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল। কেহ বা তাহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ, কেহ বা হত্যাকারীর উদ্দেশে গালি প্রদান, প্রভৃতি যাহার মনে যাহা আসিতে লাগিল, সে তাহাই বলিতে বলিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাহাদিগের কথার ভাবে স্পষ্টই অনুমান হইতে লগিল যে, সেই মৃতদেহ তাহাদিগের মধ্যে কেহই চিনিয়া উঠিতে পারে নাই।

যে স্থানে সেই মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, আমি সেই স্থানে গমন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিলাম, এবং যে সকল ব্যক্তি সেই মৃতদেহ দর্শন করিতে লগিল, তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যে কি বলে, তাহার দিকে সবিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিলাম।

সেই সময় হঠাৎ একটি লোকের উপর আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। সেই ব্যক্তি আর একজন লোকের নিকট কি কথা বলিতেছিল। তখন উহার ভাবগতি দেখিয়া আমার বেশ অনুমান হইল যে, সেই মৃতদেহ সম্বন্ধেই সে কোন কথা বলিতেছে। আমার আরও অনুমান হইল যে, সেই মৃতব্যক্তি যেন তাহার পরিচিত।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাৎ ভাগে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, ইচ্ছা যদি তাহার মুখের কোন কথা শুনিতে পাই।

সেই সময় অপর ব্যক্তি কহিল, "কেমন, তুমি বেশ চিনিতে পারিতেছ?"

উত্তরে সেই ব্যক্তি কহিল, "আমার বেশ বোধ হইতেছে, এ সে-ই ব্যক্তি।"

এই সময় আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন্ ব্যক্তির মৃতদেহ?"

দর্শক। আমার বোধ হইতেছে, ইহা হকদারের মৃতদেহ।

আমি। হকদার কে?

দর্শক। সে ব্রাউন কোম্পানির একজন কোচমান।

আমি। তাহার আর কে আছে, বলিতে পার?

দর্শক। তাহার ভাই আছে।

আমি। তাহার ভাইয়ের নাম কি?

দর্শক। নাম আমি জানি না।

আমি। কোথা থাকে বলিতে পার?

দর্শক। সেও ব্রাউন কোম্পানির অফিসে কোচমানের কার্য্য করে, এবং সেই স্থানেই থাকে।

আমি। তুমি একবার আমার সঙ্গে গিয়া তাহার ভাইকে দেখাইয়া দিতে পার?

দর্শক। আমি যাইতে পারিতাম, কিন্তু এখন আমি আমার মনিবের কার্য্যে গমন করিতেছি। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে আপনার সঙ্গে গমন করিব? আমার মনিব জানিতে পারিলে, তিনি আমাকে চাকরি হইতে জবাব দিবেন।

আমি। তুমি আমাদিগের সহিত গমন করিয়া যদি এই কার্য্যে আমাদিগের সাহায্য কর, তাহা হইলে তোমার মনিব তোমার উপর কোনমতেই অসন্তুষ্ট হইবেন না, প্রত্যুত সবিশেষ সন্তুষ্টই হইবেন। তদ্ব্যতীত তোমার বাক্যানুসারে যদি আমাদিগের কার্য্য উদ্ধার হয়, তাহা হইলে যাহাতে তুমি গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু পারিতোষিক পাও, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

আমার কথায় সেই ব্যক্তি পরিশেষে সম্মত হইল, এবং আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই আড়গড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আমরা যখন আড়গড়ার ভিতর প্রবেশ করিলাম, সেই সময় দেখিতে পাইলাম যে, আড়গড়া হইতে একটি লোক বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই সেই ব্যক্তি কহিল, "মহাশয়! আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, সে ওই বাহির হইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে, দেখুন।"

এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে নিকটে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?" উত্তরে সে কহিল, "আমার নাম সুবেদার।"

আমি। হকদার তোমার কে হয়?

সুবেদার। সে আমার ভাই।

আমি। সে এখন কোথায়?

সুবেদার। দেশে যাইব বলিয়া আজ দুই দিবস হইল, সে এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

আমি। দেশে যাইবার সময় সে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি কিছু লইয়া গিয়াছে কি?

সুবেদার। সবিশেষ মূল্যবান্ দ্রব্য কিছুই লইয়া যায় নাই; কিন্তু এত দিবস পর্য্যন্ত এই স্থানে চাকরি করিয়া যাহা কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, কেবল তাহাই লইয়া গিয়াছে।

আমি। কত টাকা লইয়া গিয়াছে, বলিতে পার?

সুবেদার। সে যে কত টাকা লইয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক আমি বলিতে পারি না; কিন্তু আমার বোধ হয়, এক শত টাকার কম হইবে না।

আমি। তোমার ভাই দেশে চলিয়া গিয়াছে, ইহা তুমি ঠিক বলিতে পার কি?

সুবেদার। না, আমি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দেশে যাইব বলিয়া টাকাকড়ি, পরিধেয় বস্ত্রাদি লইয়া যখন এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার দেশে যাওয়াই সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

আমি। আমার বোধ হইতেছে, তোমার ভাই দেশে যায় নাই। এই কলিকাতার ভিতর কোন একটি মোকদ্দমায় জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আমি যাহার কথা বলিতেছি, সে যে তোমার ভাই, এ কথা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি না। কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে সেই ব্যক্তি তোমার ভাই হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব।

সুবেদার। কি মোকদ্দমায় আমার ভাই জড়ীভূত হইয়াছে, এবং কোথায় ও কিরূপ মোকদ্দমায় পড়িয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা যদি আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।

আমি। আমার বলিয়া দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। তুমি আমার সহিত আইস, যে স্থানে তোমার ভাই আছে, আমি এখনই সেই স্থানে লইয়া গিয়া তোমার ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

আমার প্রস্তাবে সুবেদার সম্মত হইল, কিন্তু কহিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এই স্থানে আমার একজন আত্মীয় আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আমরা উভয়ে এখনই আপনার সহিত গমন করিতেছি।"